Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, January 2025, Page No. 82-87
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয়: যে. কৃষ্ণমূর্তির আলোকে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

বেবী মন্ডল, *সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2025; Accepted: 28.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The conflict between the individual and the society is a traditional problem in the philosophy of society and the state. For most of us, the problem is presented to us in this way: is the individual a mere auxiliary tool of society or is it the goal of society? As an individual, am I used or managed or controlled by society and the government? Or does society or the state exist for the individual? Is the individual the goal of society, or is he a mere puppet to be taught and educated, to be used for selfish purposes, to be killed as a war machine in a demonic way, this problem is presented to us by most of us. In this case, the question of harmonizing the individual and society becomes relevant. In the project to solve the above problem, I will note two types of solutions here. First, socialism, second, individualism. But socialism can never be acceptable. Because here society is much more important than the individual. The individual is merely a tool of society. If we accept socialism, in this case our task will be to bring about changes in the entire education system so that the individual can be reduced to a machine, used, and destroyed. But if society exists for the individual, then its function will be to give the individual a sense of freedom, to create a desire for freedom. Therefore, society does not exist for the individual, but for the individual; the individual is the goal of society. If this is not accepted, the concept of individual freedom becomes an empty concept. The postmodern thinker Jiddu Krishnamurti is searching for a novel path beyond the boundaries of traditional philosophical approaches. The aim of my article is to follow Krishnamurti and reconcile individual freedom with state authority.

Keywords: Person, Society, State, Freedom, Socialism, Individualism.

ফরাসি বিপ্লবের (1784) সময়কাল থেকে স্বাধীনতাকে সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য হিসেবে বিচার করা হয়। আজ আধুনিক সমাজে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি। যা বর্তমানে ব্যক্তি এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। বুৎপত্তি অনুসারে 'স্বাধীনতার' ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'লিবার্টি' (Liberty)। ল্যাটিন শব্দ 'লাইবার' (Liber) থেকে লিবার্টি কথাটা এসেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতা বোঝাতে লিবার্টি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি- অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যক্তির যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনে, বিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রণহীনতাকে বোঝান হয়নি বরং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে ব্যক্তিকে স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে হয়। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধনের প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণ: রাষ্ট্র উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ সামাজিক চুক্তি মতবাদ। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থ্রাসিমেকাস, জর্জিয়াস প্রমূখ সফিস্টদের হাত ধরে রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত। তাদের কাছে, সমাজ মানুষের চুক্তির

ফল। ন্যায়-নীতি মানুষ তার প্রয়োজনে তৈরি করে, তার বৈধতা ও কার্যকরিতা সেই সমাজে বসবাসকারী মানুষের উপর নির্ভর করে। ন্যায়-নীতি আপেক্ষিক, ব্যক্তিভেদে, সমাজভেদে পরিবর্তনশীল। কোন চূড়ান্ত ন্যায়-নীতি বলে কিছু নেই। মানুষ সবকিছুর পরিমাপক। ঈশ্বর সৃষ্ট জগতের সকল মানুষ মুক্ত। প্লেটো মতে, ন্যায়ের একটা সংজ্ঞা প্রয়োজন, তাছাড়া কখন একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন হতে পারে না। কারণ তিনি মনে করেন, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের উপাদান নৈতিকতা। আর রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা এবং ব্যক্তি নৈতিকতা অভিন্ন। প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। এ প্রসঙ্গে তার যুক্তি এরূপ, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের বাইরে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না । মানুষ সহজাতভাবেই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং নগর রাষ্ট্র (Civil State) গড়ে তোলে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অংশ ও সমগ্র সম্পর্কের অনুরূপ। রাষ্ট্র হল সমগ্র আর ব্যক্তি হল রাষ্ট্রের অংশ। ব্যক্তির জীবনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ন্যায় সম্মত হয় আবার রাষ্ট্র ন্যায় সম্মত হলে ব্যক্তির জীবনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির কল্যাণেই রাষ্ট্রের কল্যান আবার রাষ্ট্রের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ। কোন সমাজের বা রাষ্ট্রের ব্যক্তিরা যদি অসৎ বা দ্বীচারি হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র কখন কল্যাণ জনক হতে পারে না তেমনই কোন রাষ্ট্র যদি নীতি বিমুখ হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ সুখী ও সৎ জীবনযাপন করতে পারে না। সুতরাং প্লেটোর কাছে, রাষ্ট্র একটি নৈতিক সংগঠন; ব্যক্তি নৈতিকতা আর রাষ্ট্র নৈতিকতা ভিন্ন নয়, এ দুটি এক এবং অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে তিনি Republic গ্রন্থে, ন্যায়পরাণতা (virtue) কে একটি একক ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন। নৈতিকতা চারটি মৌলিক ধর্মের সমন্বয় যথা- প্রজ্ঞা(wisdom) সাহসিকতা (courage) মিতাচার (temperance) এবং ন্যায়পরতা (justice)। প্রথম তিনটি মৌলিক গুণের যথাযথ বিকাশে ব্যক্তির জীবনে ন্যায় (justice) প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে, আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার তিনটি শ্রেণি রয়েছে, যার সর্বোচ্চ স্তরে, অভিভাবক শ্রেণী (Ruler) বা দার্শনিক রাজা। যিনি রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে। মধ্যবর্তী যোদ্ধা শ্রেণী(Administrator) যার কাজ দেশকে রক্ষা করা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। নিম্নস্তরে, কারিগর শ্রেণী (Artisans) যারা মূলত উৎপাদক শ্রেণী। প্রত্যেকটি শ্রেণী একে অন্যের কর্ম হস্তক্ষেপ না করে যথাযথ কর্ম সম্পাদন করলে, সেই সমাজে ন্যায় (justice) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, উপরোক্ত মৌলিক গুণগুলি যথাক্রমে রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান। রাষ্ট্রের শৌর্য, বীর্য যোদ্ধাদের মধ্যে বর্তমান এবং কারিগর শ্রেণী শাসক শ্রেণীর মান্য করলে তা রাষ্ট্রীয় মিতাচার। সুতরাং প্লেটোর কাছে, ন্যায়নীতি চূড়ান্ত সদগুন যা একাধারে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যারিস্টটল আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, মানুষ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে মানুষ সমাজে বসবাস করতে অসমর্থ সেই সমাজচ্যুত জীব হয় পশু অথবা ঈশ্বর। তিনি Politics গ্রন্থে রাষ্ট্রের অনিবার্যতা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন-

> "Hence it is evidence that state is a creation of nature, and man is by nature a political animal. And he who by nature not by mere accident is without a state, is either above humanity, or below it…"[1]

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ব্যক্তির নৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের উৎকর্ষতা ঘটে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য, মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করা(the supreme good of man)। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সৎ জীবনযাপন কাম্য তেমনি রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। অথবা রাষ্ট্র যেমন স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে মানুষ তেমনই স্বভাবত রাষ্ট্রীয় জীব । মানুষের কথা বলার ক্ষমতা প্রমাণ করে যে , প্রকৃতি সামাজিক জীবনের জন্য মানুষের সৃষ্টি করেছে। পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন মানেই রাষ্ট্রীয় জীবন। তাই রাষ্ট্রের কাজ, সেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যেখানে ব্যক্তি সৎ সুখী জীবনযাপন করতে পারে আর ব্যক্তি স্বভাবতই সৎ জীবনযাপনের কামনা করে। অ্যারিস্টটল শাসকের নৈতিক গুণাবলী অনুসারে, তিনটি স্বাভাবিক কল্যাণজনক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাশাপাশি তিনটি বিকৃতি ও অকল্যাণ জনক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলেন। এগুলি যথাক্রমে রাজতন্ত্র (Monarchy) বা এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। অভিজাতন্ত্র (Aristocracy) বা মুষ্টিমেয় জ্ঞানী ও সৎ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। সংবিধানিক প্রজাতন্ত্র (Constitutional government) বা রাষ্ট্রের সব নাগরিকের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। আর বিকৃতরূপগুলি যথাক্রমে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Tyranny) বা এক জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন

[1] Benjamin Jowett, *Aristotle's Politics*, (Oxford, Clarendon Press,1905), 27.

ব্যবস্থা।ধনতন্ত্র(Oligarchy) বা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্র (Democracy) বা অধিকাংশ অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে, B. Russell তার *History of Western philosophy* তে অ্যারিস্টটলের মত এভাবে উল্লেখ করেন-

> "Monarchy is better than aristocracy, aristocracy is better than polity. But the corruption of the best is the worst; therefore, tyranny is worse than oligarchy and oligarchy than democracy. In this way Aristotle arrives at a qualified defense of democracy; for most actual governments are bad, and therefore, among actual governments democracy tends to be best". [2]

অর্থাৎ অ্যারিস্টটল সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র কে সমর্থন করেন। যুক্তি হল, বাস্তবে সব রাষ্ট্রই দোষ দুষ্টু সবচেয়ে কম দোষ বা লঘু দোষ গণতন্ত্রের তাই গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য।

হেগেলের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে তার Philosophy of Right (1821) গ্রন্থে। একে তিনি স্বাধীনতার দর্শন (Philosophy of Freedom) বলেছেন। তিনি *Philosophy of Right* - এর সূচনাতে বলেন, 'the subject matter of philosophical science of right is the idea of right- the concept of right (Recht) and its actualization"। অর্থাৎ এই গ্রন্থের লক্ষ্য, স্বাধীনতা ধারণার বা অধিকারের ধারণার বাস্তবায়ন করা। স্বাধীনতা ও অধিকার এ দুটোই এক তা বোঝাতে তিনি বলেন, R'ight(recht)as the existence of free will in the world। হেগেলের দর্শনে স্বাধীনতার ধারণাটিকে এবং will বা ইচ্ছার ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তিনি will বা ইচ্ছা বলতে এক শাশ্বত, সর্বজনীন, আত্মসচেতন এবং আত্মনির্ভর শক্তিকে বোঝেন। তার কাছে, ইচ্ছা হল এক বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত যুক্তির প্রকাশ। তার কাছে স্বাধীনতার ধারণা ইচ্ছার ধারণার অপর এক ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হল ইচ্ছার সারসত্তা। স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে হেগেল বলেন , ইচ্ছার ধারণা হলো সেই স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা যা স্বাধীন ইচ্ছাকেই কামনা করে। এই ইচ্ছার ক্রমবিকাশ স্বাধীনতার বিকাশের নামান্তর। দ্বান্দিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ইচ্ছাশক্তি ,পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ভাবে বিকশিত হয়। Philosophy of Right নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ যথার্থ আধিকার (Absolute right) বা স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইন ব্যবস্থা, ন্যায়-অন্যায়বোধ ইত্যাদির যে সম্পর্ক তা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বা বাদ (thesis)। এই গ্রন্থের নৈতিকতা(morality) নামক অধ্যায়টি প্রতিবাদী বিষয় বা (anti-thesis)। এই অংশে মানবিক অধিকার এবং আইন -ব্যবস্থা এমন এক সর্বজনীন, বিষয়গত মূল্যমানের স্তরে উন্নীত যার প্রতি মানুষ আনুগত্য প্রদর্শন করবে । সর্বশেষে, নৈতিক আধিকার (moral right) বা পরিবার, গনসমাজ এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো কে একযোগে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (synthesis)। একে তিনি সামাজিক ন্যায় (Sittlichkeit) বলছেন অর্থাৎ যেখানে স্বাধীনতার বাস্তবিক রূপায়ণ ঘটে। সুতরাং তার কাছে, রাষ্ট্র হল দ্বান্দ্বিকতার চরম প্রকাশ। তার মতে, 'the state is the divine Idea on earth' অর্থাৎ রাষ্ট্র হল ধরিত্রীর বুকে ঈশ্বরের পদধ্বনি। সুতরাং রাষ্ট্র এক পরম চৈতন্যের চরম প্রকাশ। রাষ্ট্রেই ব্যক্তি পরম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। হেগেল বলেন, যুক্তির পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার বাস্তবায়ন পরিদৃষ্ট হবে।প্রকৃষ্ট যুক্তি হল প্রকৃষ্ট বাস্তব অর্থাৎ যা যুক্তিসিদ্ধ তাই বাস্তব ; যা বাস্তব তা অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ হবে (rational is real and real is rational)।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদের(Social Contract Theory) অন্যতম প্রবর্তক হবস (1588-1679), তার দা লিভিয়াথাঁ (The Leviathan) গ্রন্থে প্রাক্ সামাজিক অবস্থার(the state of nature) যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে হিংস্র, বর্বর, লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষারন জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করে। এ প্রসঙ্গে, লক (1632-1704) ভিন্ন মত পোষণ করেন, প্রাক সামাজিক অবস্থাকে (state of nature) স্বর্ণযুগ রূপে (golden age) ব্যাখ্যা করেন। যেখানে মানুষে মানুষে কোন দ্বন্দ্ব নেই, মানুষের অবাধ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের জন্য মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তির জীবন,

[2] B. Russell, *The History of Western Philosophy*, (Rutledge, London,2004), 183.

সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে, রুশো General Will বা সাধারণ ইচ্ছা নামক একটি মৌলিক ধারণা সংঘটিত করে ব্যক্তি স্বাধীনতা সাথে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করে। তার মতে, মানুষের প্রাক- রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল এক সুখি, স্বাভাবিক ও আনন্দময় জীবন কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবে ফলে মানুষ যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী হয়ে উঠল। এই যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আবেগ থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে পড়ল। ফলত, মানুষের সর্বগ্রাসী মনোভাব বৃদ্ধি পেল। এই সব সমস্যার মোকাবিলার প্রয়াসেই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হতে হবে এবং গনসমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই চুক্তি ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চুক্তি নয়, এ হলো সাধারণ ইচ্ছার (General Will) সাথে সকলের চুক্তি। সাধারণ ইচ্ছা হল সকলের সম্মিলিত ইচ্ছা । এই চুক্তির ফলে এমন এক শক্তির আবির্ভাব ঘটল যেখানে প্রত্যেকে নিজের সত্তা ও ক্ষমতা সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করল এবং সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেকে যথাযোগ্য অবস্থান বজায় রাখতে পরল। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা নয় বরং নৈতিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্বাধীনতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা। তিনি মনে করেন,মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ যদি উপলব্ধি করতে হয় তাহলে যুক্তি শৃঙ্খলের সমাজ থেকে বেরিয়ে প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাস করতে হবে। প্রাকৃতিক রাজ্য বলতে সম্ভবত তিনি নৈতিকতার রাজ্যকে বুঝিয়েছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তার *'On Liberty'* গ্রন্থে স্বাধীনতার নেতিবাচক সংজ্ঞা দেন। তিনি স্বাধিনতা বলতে বঝেন- প্রতিবন্ধকতার অবসারন (Absence of restrictions)। রাষ্ট্র অনাবশ্যক বিধি-নিষেধ আরোপ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করবে না এবং ব্যক্তি জীবনের পথে অন্যান্য বাধাগুলোকে দূর করবে। তিনি ব্যক্তির কার্যকলাপকে আত্মকেন্দ্রিক এবং পরকেন্দ্রিক এই দুই ভাগে ভাগ করে বলেন যে, আত্মকেন্দ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদেও কাম্য নয় , কিন্তু পরকেন্দ্রিক কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তির কর্তব্যের ধারণাকে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির কর্তব্য হবে এমন কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা যাতে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন হতে পারে। তবে অনেকের মতে, মিলের কর্ম বিভাগের এই কৃত্রিম প্রচেষ্টা তার সমাজ দর্শনের এক দুর্বল চিত্রকেই প্রকাশ করে । কারণ ব্যক্তির কোন কাজই বিশুদ্ধ আত্মকেন্দ্রিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু দর্শন চর্চার জন্য চর্চা করছেন না বা কোন বিমূর্ত তত্ত্ব দিচ্ছেন না বরং বাস্তব সমস্যা গুলি নিয়ে তিনি সচেতন । তাঁর মতে, সাধারণত আমরা মনে করি বাইরের জগতের সমস্যা গুলির মূল উৎস বাহ্যিক এজন্য তার সমাধান আমরা বাইরে খুঁজি। তিনি মনে করেন বাস্তব সমস্যার উৎস এবং তার সমাধান বাইরে রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই সম্পূর্ণ ভুল । আমাদের এই বাহ্যিক প্রচেষ্টার জন্যই দীর্ঘকাল ধরে বাস্তব সমস্যা গুলির কোনো সমাধান হয়নি তাই প্রচেষ্টাটা আমাদের অভ্যন্তরীণ ভাবে শুরু করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে বাইরের জগতের সমস্যার উৎস বাহ্যিক নয় বরং তা সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীন তাই আমার যদি বাইরের জগতের সমস্যার সমাধান করতে চাই, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে বাইরের জগতে যা কিছু ঘটছে তার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী । তখনই আমরা সমস্যা সমাধান বাইরে না খুঁজে আমাদের ভিতরে খুঁজব এবং বুঝব বাস্তব জগতের দ্বন্দ্বের কারণ হল আমাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। যা সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। কেননা সমাজ আর কিছুই না আমাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকাশ। আমাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মূলে পুরনো রীতিনীতি ধ্যান-ধারণা অনেকাংশই দায়ি। তাই আমাদের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠান মুক্ত হতে হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে সাবেকি ধর্ম এবং চিরাচরিত আধ্যাত্মবাদকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলিতে আমরা জর্জরিত হয়ে যখন বাঁচার চেষ্টা করি তখনই শান্তির দূত হিসাবে ধর্ম আমাদের শান্তির বাণী শোনায় । কিন্তু হাজার বছর ধরে ধর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি ধর্মের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আবির্ভাব ঘটলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যার ফলে, মানুষ মানুষে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার বদলে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের ইন্ধন যুগিয়েছে । ফলস্বরূপ ধর্মকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। ধর্ম কে কেন্দ্র করে কত মানুষের যুগে যুগে প্রাণ হারিয়েছে তার কোন হিসাব নেই। আর চিরাচরিত আধ্যাত্মিক তথ্যগুলি আমাদের বলে আমরা অহিংস, সৎ, জ্ঞানী, রাগদেষহীন কিন্তু যখন আমরা দেখি আমাদের মধ্যে হিংসা আছে, রাগ আছে, দেষ আছে তখনই আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

আমরা আদর্শের দ্বারা নিজেকে বিচার করতে চাই তখন যা কিছু আদর্শের পরিপন্থী তা আমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় বলে আমরা তাকে বাদ দিতে চাই। তখনই আমরা নিজের সম্পর্কে অজ্ঞানতা জন্মায়। তার মতে-

> "We condemn or justify we cannot see you clearly, nor can we when our minds are endlessly chattering; then we do not observe what is look only at the projections we have made of ourselves. Each of us has an image of what we think we are or what we should be, and that image, that picture, entirely prevents us from saying ourselves as we actually are.''[3]

তিনি মনে করেন আমাদের যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে কারণ যে কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের মুক্তচিন্তার বন্ধন ঘটায় ,তাই প্রতিষ্ঠান মুক্ত হয়ে নিজেকে জানতে হবে । নিজেকে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে জানতে হবে। কোন মন্দির বা কোন মসজিদ বা কোন গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সত্যকে এনে দিতে পারে না। সত্য কোন নিত্য ,শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় কিছু নয় বরং যা সদা পরিবর্তনশীল, জীবন্ত তাই সত্য। আমার সত্যের পথ আমার নিজেকেই অনুসন্ধান করতে হবে এবং আমার সত্যকে আমার নিজেকে অনুভব করতে হবে। নিজের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব আমার মধ্যে যেমন রাগ আছে, দেষ আছে তেমনই পরোপকার আছে প্রেম আছে ভালোবাসা আছে এইসব কিছু নিয়ে আমি। কোন কিছু বাদ দিলে নিজের স্বরূপ কে উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হব। নিজের সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে , প্রতিমুহূর্তে যে নিজের সম্পর্কে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব এর সবকিছু নিয়েই আমি কোন কিছুকে বাদ দিয়ে নয়। এটাই হলো নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতা। তার মতে-

> "…the only way to look at yourself is totally, immediately, without time and you can see the totally of yourself only when the mind is not fragmented that you see in totality is the truth."[4]

অর্থাৎ কোন কিছুকে বাদ না দিয়ে কোন আদর্শের প্রেক্ষিতে বিচার না করে প্রতিমুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থা গুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে । প্রতিমুহূর্তের যে আমি তা এক নতুন আমি তা আমাকে অনুভব করতে হবে। নিজের সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান আমার অজ্ঞানতার কারণ । নিজেকে জানা মানে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানা । নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান হলে আমাদের এরূপ জ্ঞান হবে অবজার্ভার ইস অবজারর্ভড (Observer is Observed) অর্থাৎ আমার দ্বারা যেমন অপর ব্যক্তি নির্ধারিত হয় তেমনি অপর ব্যক্তির দ্বারা ও আমি নির্ধারিত হই। তখন অপর ব্যক্তির সঙ্গে ও আমার দ্বন্দ্ব দূর হবে। তখন আবশ্যিকভাবে প্রীতিকর কর্ম হবে এর ব্যাতিক্রম ঘটবে না।তখন কোনোভাবেই আমরা অপ্রীতিকর কর্ম করতে পারব না কারণ এই অবস্থা এমন অবস্থায় যেখানে আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন হীন অবস্থা এবং এটা হল ফিলিং অফ লাভের অবস্থা, এক ভয়শূণ্য অবস্থা , এটা স্বাধীনতা। এই মানসিক অবস্থা থেকে যা কর্ম হবে সবই হিতকর হবে। কারণ এই অবস্থায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে । এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সামাজবদ্ধ ব্যক্তি (Individual) আর ব্যক্তি মানুষের (Human Beings) মধ্যে পার্থক্য করে বলেন-

> "The individual is the little conditioned, miserable, frustrated entity, satisfied with his little gods and his
> little tradition where a human being is concerned with the total welfare the total misery and total confusion of the world."[5]

অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে ব্যক্তি, যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজের মঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন তার আকাঙ্খিত। আমরা যুগ যুগ ধরে সমাজের বাহ্যিক কাঠামো পরিবর্তনের দ্বারা সমাজের পরিবর্তন সাধিন করি, ফলত সে পরিবর্তন নিছক ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ব্যক্তি হিসাবে আমরা হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, আনন্দ বহন করছি তার কোন পরিবর্তন নেই, সেই ব্যক্তি সমাজ গড়ে তুলছে

[3] J. Krishnamurti, *Freedom from the Known*, (Krishnamurti Fundation India, Chennai,2016), 27
[4] J. Krishnamurti, *Freedom from the Known*, (Krishnamurti Fundation India, Chennai,2016), 38
[5] J. Krishnamurti, *Freedom from the Known*, (Krishnamurti Fundation India, Chennai,2016), 9-10

এই সামাজিক পরিকাঠামো ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্বিক দিকের প্রকাশ। ফলত এই সমাজ নিশ্চল, ভঙ্গুর, প্রাণবন্তহীন। তাই বাইরের পরিবর্তনের আগে ব্যক্তির মনের পরিবর্তনের দরকার। ব্যক্তির মনস্তাত্বিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন হলে তা হবে সাদা প্রাণবন্ত। তার মতে-

> "…there is no guide no teacher no authority. There is only you - your relationship with others and with the world- there is nothing else."[6]

কোন নীতি, কোন মতামত, কোন ধর্ম আদর্শ আমাদের পথ দেখাতে পারেনা। সমস্ত নীতি, মতামত, ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের নিজেদের পথ নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে হবে। কেননা আমি আছি, আমার সাথে আপর ব্যাক্তি এবং জগতের সম্বন্ধ আছে আর কিছু নেই। সুতারাং প্রতিমুহূর্তে নিজের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব তার ভিত্তিতে নিজেকে প্রশ্ন করব এগুলো কি আমার মধ্যে রাখতে চাই; নাকি চাই না;সেই উত্তরের প্রেক্ষিতে আমাকে আমার পথ আবিষ্কার করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Jowett, Benjamin, and Campbell, Lewis, ed., *Plato's Republic,* Clarendon press, Oxford, 1894
2. Roy, Krishna, *Political Philosophy, East and West,* CAS, Dept. of Philosophy & Allied Publishers Ltd., Delhi, 2003
3. Jowett, Benjamin, ed., *Aristotle's Politics*, Clarendon press, Oxford, 1995
4. Raphael, D.D., *Problems of political philosophy*, London, Macmillan press, 1990
5. Veltman, Andrea, *Social and Political Philosophy: Classic & Contemporary Readings,* Oxford University Press, 2008
6. Brooks, Thom, *Hegel's social and political philosophy, June* 3, 2024 https://plato.stanford.edu/entries/hegel-social-political/, January 25, 2025
7. F., Copolston, *History of Philosophy,* Vol-I, Doubleday, London, 1962
8. S.W.T., *A Critical History of Greek Philosophy*, London, Macmillan press, 1982
9. Russell, B., *History of Western Philosophy*, Rutledge, London, 2004
10. Krishnamurti, J., *Freedom from the known*, Krishnamurti Foundation India, Chennai, 2016
11. Krishnamurti, J., *The First and Last Freedom*, Krishnamurti Foundation India, America, 1954
12. Krishnamurti, J., *Facing a World in Crices,* Krishnamurti Foundation India, Chennai, 2007
13. ব্যানার্জি, শ্রী প্রবীর কুমার, অনুবাদক, *প্রথম ও শেষ স্বাধীনতা*, কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (কলকাতা সেন্টার), কলকাতা, ২০১৬।

[6] Ibid,14.